

প্রেমিকার কঙ্কাল

নিশো আল মামুন

প্রেমিকার কঙ্কাল

নিশো আল মামুন

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭০২

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ২০০.০০

Premikar Kongkal

By : Nisho Al Mamun

First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00 \$7

ISBN : 978-984-97437-0-5

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

সাধারণ হয়েও অসাধারণ। আমার প্রিয় একজন মানুষ। যিনি মানুষের
চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষের হৃদয় দেখতে পারেন।
সত্যব্রত সাহা (সাবেক সচিব), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

লেখকের বক্তব্য

প্রেমিকার কঙ্কাল এক অদেখা জগতের গল্প। যে জগতের বা ভুবনের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। এই উপন্যাসটি লেখার সময় আমার সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা এই উপন্যাসের মূল চরিত্র কমলের একটা ঘটনার সঙ্গে ছবছ মিল রয়েছে। পড়ার সময় বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় ধরতে পারবেন।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রেমিকার কঙ্কাল আমার বা কারও জীবনের বাস্তব ঘটনা কি না?

বড়ো বড়ো লেখকরা করতেন কি, গল্পের মধ্যে হঠাৎ একটা সত্য ঢুকিয়ে দিয়ে লেখক নিজেই গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতেন। এমনভাবে লিখতেন যেন বাস্তব কোনো ঘটনা। আমি যখন গল্প লিখি, আমার মনে হয় আমি লেখালিখিটা শিখছি। প্রেমিকার কঙ্কাল ভ্রমণকালে পুরোটা সময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। গল্পটা লেখার সময় আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। প্রেমিকার কঙ্কাল উপন্যাসে আপনাদের নিমন্ত্রণ।

নিশো আল মামুন

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০



পৃথিবী কারো স্থায়ী জায়গা না।

চিরকাল এখানে থাকার কোনোরকম সুযোগ নেই। যেকোনো মুহূর্তে চলে যেতে হতে পারে। ঠিক ক্রিকেট খেলায় রান আউট হওয়ার মতো। হট করে যেমন আসা হয়েছে, হট করেই চলে যেতে হবে। কাউকে কোনো কিছু বলার পর্যন্ত সুযোগ নেই। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ঘটবে হঠাৎ। আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকা এটাই বিস্ময়কর। কতগুলো দিন পার হয়ে গেলো। এই যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন কত কী ঘটে চলেছে। শুধু খাবার আর পানি নিয়ে চিন্তা করলেই চলবে না। আরও অনেক কাজ আছে। জীবনে একটা বৈচিত্র্য আনতে হবে। শুধু শুধু বেঁচে থাকলে চলবে না।

কমল সিগারেট ফেলে দিলো। টানতে ইচ্ছা করছে না। আকাশের দিকে তাকালো। শরতের আকাশের মতো আকাশ। বসন্তের দিনের মতো দিন। অথচ গ্রীষ্মকাল। সবকিছু উলোট-পালোট। কোনো কিছু যেন মিলছে না। প্রাচুর্য ও লাল রঙের তীব্র উপস্থিতি নিয়ে সেজে উঠেছে কৃষ্ণচূড়া। আহা কী আনন্দ! এই বিপুল পৃথিবীতে বিস্ময়ের শেষ কোথায়?



গ্রীষ্মের সমস্ত ফুল একসঙ্গে ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণচূড়া, জারুল, মাধবীলতা, কাঠগোলাপ, হিমচাঁপা, জিনিয়া, সৌদাল, কনকচূড়া, কুরচি। দুই-এক জায়গায় স্বর্ণচাঁপা দেখা যাচ্ছে। সোনার মতো রং ছড়িয়েছে। গ্রীষ্ম-ফুলের পসরা সাজিয়ে বসেছে। সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ! আগুনবারা কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলের ভিড়ে হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে জারুল। বেগুনি রঙের প্রাচুর্যে পথিককে স্বাগত জানাচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা মনে পড়ছে—

“ভিজে হয়ে আসে মেঘ এ-দুপুর
চিল-একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব’সে ব’সে
চেয়ে থাকে ওপারের দিকে;”

কমলের হাঁটতে খুবই ভালো লাগছে। সে যাচ্ছে সিরাজুল হক সাহেবের বাড়িতে। তিনি কলেজ অধ্যাপক। বায়োলজি পড়ান। চিরকুমার মানুষ। লালমাটিয়া থাকেন। পুরাতন গোছের দোতলা নিজস্ব বাড়ি। বিষয় সম্পত্তি বলতে পিতা যতটুকু রেখে গেছেন ততটুকুই। তিনি আর বৃদ্ধি করেননি। বিষয় সম্পত্তির প্রতি তার কোনো লোভ-লালসা নেই। যুক্তরাজ্য থেকে পড়াশুনা করে এসেছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি বিস্তার বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন। ফুল, পাখি, পাহাড়, নদী, গাছ নিয়ে ভাবেন, গবেষণা করেন। মহাজগতে রয়েছে হাজারো কোটি মহাবিশ্ব। সে তুলনায় আমাদের পৃথিবী হলো শিশু মাত্র। বর্তমান সময়ে আমরা পৃথিবীতে বাস করছি। সবকিছুর আগে পৃথিবীটাকে আমাদের জানা উচিত। কমল তার গবেষণার সহযোগী। অন্যান্য কাজকর্মও দেখাশুনা করে। এক কথায় কমল তার এখানে চাকরি করে। কাজ করতে তার ভালোই লাগছে। ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই।

সবচেয়ে বড়ো কথা হলো জ্ঞান সাধনা হচ্ছে। গম্ভীর কিন্তু সহজ একজন মানুষ। পাশে দাঁড়াতেই শান্তি লাগে। বরকুম রিফ চেরি ফুলের সুগন্ধি যুক্ত টোবাকোর পাইপ টানেন। হঠাৎ এক একটা কথা বলেন।

কমল!

জি!

আমাদের পৃথিবীর তিন ভাগই পানি। প্রশ্ন হলো, পৃথিবীতে পানি এলো কী করে?

খুব সহজ। আমরা যেভাবে এসেছি ঠিক সেভাবে।

চট করে কথা বলতে যাবে না। আমাদের জন্মের তো একটা পদ্ধতি আছে। গম্ভীর হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিবেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাববেন। নতুন করে টোবাকো পাইপ ধরাবেন। ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলবেন, আসলে মানুষের সময় পৃথিবীতে খুবই অল্প!

জাতীয় সংসদ ভবনের কাছে এসে দেখা গেলো সোনালু ফুল। সোনারূপা রূপ নিয়ে যেন প্রকৃতির কানে দুলাচ্ছে। কমল খুব খুশিতে হেঁটে চলছে। কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেল একটা হাতঘড়ি পড়ে আছে। রূপার মতো চকচক করছে। অন্য কারও কী চোখে পড়েনি? না পড়ার কোনো কারণ নেই। কিছুক্ষণ কমল দাঁড়িয়ে থাকল। আশেপাশে কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। জায়গাটা কেমন যেন হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অথচ এ জায়গা ফাঁকা থাকার কথা না। হাত বাড়িয়ে ঘড়ি তুলে নিলো। রোলেক্স ব্র্যান্ডের ঘড়ি। সেকেন্ডের কাঁটা টিকটিক করে চলছে।

সিরাজুল হক চেয়ারে বসে আছেন। টোবাকো পাইপ টানছেন। সিল্কের একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। যেন শরীর থেকে মাধুর্যের ছটা বেরোচ্ছে। কমলকে দেখতে পেয়ে আরও আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

কমল!

জি!

আজ কি তোমার জন্মদিন?

জি, জন্মদিন।

আমার মন তাই বলছিল। আজ তোমার জন্মদিন। আজকাল মানুষের জন্মদিনটা খুঁজে বের করা কঠিন। সত্যিকার বয়সের সঙ্গে সার্টিফিকেট বয়সের কোনো মিল নেই। শুভ জন্মদিন কমল!

শুভ জন্মদিন!

আপনাকে ধন্যবাদ।

সিরাজুল হক আলমারি খুলে নতুন একটা পাঞ্জাবি বের করে আনলেন। কমলের হাতে দিতে দিতে বললেন, তোমার জন্মদিনের উপহার। পরে এসো।

কমল হেসে হয়ে এসে পাঞ্জাবি পরল। তাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে। উজ্জ্বল লাগছে।

কমল!

জি!

গত রাতে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। এই ঘরে দেখেছি।

কী দেখেছেন?

ঠিক বলতে পারছি না। ঘটনা তোমাকে বলি। এসি ছেড়ে শুয়েছি মাত্র, তখন দেখতে পেলাম। দেয়াল ঘড়িটা দেখছো না? তার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে একটা আলোর মতো এসে পড়ল। Aura জ্যোতি। তারপর ঘটনা। হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ শাড়ি পরা। নীলাভ চোখ। সমস্ত শরীর জ্বলজ্বল করছে। হলুদ আলোর আভা বের হচ্ছে।

আপনি কি স্বপ্নে দেখেছেন?

না, না। বললাম না শুয়েছি মাত্র। স্বপ্ন ঘোর কোনোটাই না। সমস্ত ঘর সুগন্ধে ভরে গেলো। ফুলের গন্ধ। কিন্তু কী ফুলের গন্ধ বুঝতে পারলাম না।

আপনার কথা হয়েছে তার সঙ্গে?

এ বিষয়ে তোমাকে বলব না।

সিরাজুল হক টোবাকো পাইপ ধরালেন। টানতে টানতে বললেন, Very mysterious আমাদের এই পৃথিবী। কত কিছু আমাদের জানা নেই। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। উদাস হয়ে গেলেন। কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

“একদা স্নানের আগারে বসিয়া

হেরনু মাটির ঢেলা;

হাতে নিয়া তারে শুকিয়া দেখিনু

রয়েছে সুবাস মেলা

কহিনু তাহারে কস্তুরি তুমি?

তুমি কি আতর দান?

তোমার গায়েতে সুবাসে ভরা।

তু কি কি গুলিছান?
কহিল, ওসব আমি কিছু নহি,
আমি অতি নীচ মাটি,
ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার,
সুবাসে হইনু খাঁটি।”
কমল!
জি!

এক কাজ করি, কিছু রান্নাবান্না করি। তোমার জন্মদিন উপলক্ষে কিছু
ভালোমন্দ খাওয়া যাক। আমি রান্না করব।

আপনি?

হ্যাঁ। অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি রান্না করতে দেখেছি।
অনেকের চিলাকোঠায় সখের রান্নাঘরও আছে। মন ভালো থাকলেই রান্না
করতে বসেন।

সিরাজুল হক রান্না উঠিয়ে দিলেন। চিংড়ি পোলাও রাঁধলেন। কমল
খেতে বসে চমৎকৃত হলো। রান্না খুবই স্বাদ হয়েছে। তৃপ্তি করে খেল। তার
কাছে অমৃতের মতো লাগল।



বাতাসে গন্ধরাজের গন্ধ ভেসে আসছে। কটা বাজে? কমল ঘড়ির দিকে
তাকালো— রাত দেড়টা। জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে ত্রিল ধরে দাঁড়ালো।
কী ভীষণ অন্ধকার রাত। নিশি পাখি ডাকছে। জানালা দিয়ে মৃদু বাতাস
এসে শরীরে লাগছে। সে ঘরের লাইট অফ করে দিলো। এসে আবার
জানালার কাছে দাঁড়ালো। অন্ধকারের রূপ দেখতে লাগল। অন্ধকারের যে
একটা রূপ আছে তা শরৎচন্দ্র ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, শুধু যে রূপ তা
নয়, যেন একটা সুরও আছে। খুব গভীরে বেজে যাচ্ছে। নিশি কুকুর
ডাকছে। দূর হতে থেকে থেকে ডাক ভেসে আসছে। কী এক ভয় লাগে।
বুক খালি খালি লাগে। ঐ তো একটা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে। তার
পাখা ঝাপটার শব্দ? কী পাখি ডেকে গেলো? ঘরের লাইট জ্বালালো। তার
কোনো কিছু ভালো লাগছে না। ঘুমও ধরছে না। টেবিলের ড্রয়ার খুলে
ঘড়িটা বের করল। কী যে সুন্দর ঘড়ি। জ্যোতি ছড়াচ্ছে। কিছু মানুষ আছে
খুব শৌখিন। তারা ঘড়ির প্রতি খুব আকর্ষণ বোধ করে। দামি দামি ব্র্যান্ডের
ঘড়ি সংগ্রহে রাখে।

তার এক মামা ছিল— হারুন। অকাল মৃত্যু হয়েছে। তার সখ ছিল ঘড়ি
সংগ্রহে রাখা। শোকেস ভর্তি ঘড়ি ছিল। কমল ঘড়িটা বাম হাতে পরে
দেখল। সুন্দর মানিয়েছে। তার খুব খারাপ লাগতে শুরু করল। যার ঘড়ি
হারিয়েছে তারও নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে। কার ঘড়ি? কে সে? তার ইচ্ছা
করছে ঠিকানা খুঁজে বের করে ঘড়ি ফেরত দিতে। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে
ফেলল। ঠিকানা পাবে কী করে? ঘড়িটা ডান হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে
লাগল। আবার বাম হাতে নিলো। তখন একটা ঘটনা ঘটল। কীভাবে ঘটল
সে জানে না। এই ঘটনা তার জীবনে প্রথম ঘটল। যেন তার সামনে একটা
মুভি, প্লে হয়ে গেলো। দৃশ্যটা খুবই স্পষ্ট দেখতে পেলো। সে দেখল পঞ্চাশ
বছর বয়সের একজন ভদ্রলোক বিছানায় আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছেন।

পরনে সাদা গেঞ্জি। মাথার চুল আধাপাকা। পাশে তার মেয়ে বসে আছে।
বয়স একুশ কী বাইশ হবে বোধ হয়। মেয়েটি তার বাবাকে বলছে,

একদম হাসবে না?

হাসব না?

না। ঘড়ি হারিয়ে হাসছ?

সেজন্যই তো আনন্দ লাগছে।

আনন্দ হচ্ছে তোমার?

আজকাল যা স্বপ্ন দেখছি, তাই ঘটছে। এ স্বপ্নটাও কীভাবে যেন সত্যি
হয়ে গেলো।

ও, তাই?

আজ রাতেই স্বপ্ন দেখেছিলাম।

কী দেখেছিলে?

দেখি ঘড়িটা হারিয়ে গেছে। শেষ রাতের স্বপ্ন। গাড়িতে চড়ে অফিসে
যাচ্ছি, সময় দেখব, দেখি ঘড়ি নেই।

স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেলো?

হ্যাঁ। তাইতো ঘটল। সকালে মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছি, সময় দেখব,
দেখি ঘড়ি নেই।

পড়ে গেছে?

হ্যাঁ।

তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ।

তুই দেখবি যে ঘড়িটা পেয়েছে সে একদিন ফেরত দিতে আসবে।

আসবে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। তোমার ডাক্তার
দেখাতে হবে। সাইকিয়াট্রিস্ট।

হঠাৎ কমলের ঘোর কেটে গেলো। সে দেখল, ঘড়ি হাতে যেমন চেয়ারে
বসে ছিল ঠিক তেমনভাবেই বসে আছে। তার শরীর সামান্য দুলছে। অবাক
হয়ে ঘড়িটা দেখল। ড্রয়ারে রেখে দিলো।

তার খুব অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে
নিয়ে খেলো।

সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে টানতে লাগল। গাঢ় অন্ধকার রাত।
কুকুরগুলো এখনো ডাকছে। মনে হচ্ছে, সময় যেন অনেক যুগ পিছিয়ে গেছে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলো। গাঢ় ঘুম। এই
ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল।

কমল!

জি!

কেমন আছ?

জি ভালো।

তোমার গবেষণা কেমন চলছে?

ভালো।

কোনো কিছু জটিল করে ভাবার কারণ নেই। জটিল ভাবলে জটিল
হবে, সহজ ভাবলে সহজ। এটাই জীবনের সূত্র।

জীবন সূত্র!

কারণ আমরা সবাই ক্ষুদ্র। অসীমের এই জ্ঞান সন্ধান করে আমরা কেউ
শেষ করতে পারব না।

আপনি কে?

আমি?

হ্যাঁ।

আমি একজন তোমার মতোই গবেষক।

গবেষক?

ফিজিক্স পড়াই। তোমাদের এই জগতে না। অন্য জগতে।

অন্য জগৎ!

আশ্চর্য হচ্ছে?

মোটো না। আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু?

নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই। যখন যা ইচ্ছা হয়, তা নিয়েই গবেষণা
করি।

এখন কী গবেষণা করছেন?

বিপুল সৃষ্টজগৎ নিয়ে।

আমার কাছে কেন এসেছেন?

তুমি এই কাগজগুলো রাখ।

কী কাগজ?

এখানে কিছু থিওরি আছে। আমি নিজে বের করেছি। যা তোমার সমস্ত
চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দিবে।

এত জ্ঞান গবেষণা দিয়ে কী করব?

তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছ?